4/8/2003

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ... ৪......

THE BANGLADESH OBSERVER

ভেস্তে যাচ্ছে সরকারী অনুদান

সবুজবাগ সংবাদদাতা

সবুজবাগ থানার ডেমরা ইউনিয়নভুক্ত দক্ষিণগাঁও, বেগুনবাড়ি, মানিকদিয়া, বাইগদিয়া, ডোমপাড়া ও থৈকেরপাড়ার মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এ অঞ্চলগুলোতে নিম্নমধ্যবিত্ত ও স্বল্পআয়ী লোকের বেশি বসবাস। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষক, জেলে, ক্ষুদ্রব্যবসায়ী, দিনমজুর বা খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য এখানে কোন হাইস্কুল নেই। আছে শুধু দু'টি ব্র্যাক স্কুল ও একটি প্রাইমারী স্কুল। প্রাইমারী স্কুলটির অবস্থাও করুণ। সরকারী অনুদান পাওয়া সত্ত্বেও দলিল সংক্রান্ত জটিলতার কারণে দালান নির্মাণ করা যাচ্ছে না। এই থানার অধীনে এখনও এমন বহু এলাকা রয়েছে যাকে স্রেফ গ্রাম ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কারণ রাজধানী শহর থেকে মাত্র দু'তিন কিলোমিটার পূর্বে অবস্থান করলেও এখানকার অনেক গ্রাম আছে যেখানে একটি প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত নেই। এমনকি এখানকার গ্রামগুলোতে একজন গ্র্যাজুয়েট লোকও নেই! সরেজমিন ঘুরে জানা গেছে, ডেমরা ইউনিয়নভুক্ত এই অঞ্চলগুলোতে প্রাইমারী পর্যায়ে শিক্ষার হার মোটামুটি ভাল। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার হার খুবই খারাপ। এখানকার এক মুদি ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, প্রাইমারী পর্ব শেষ করে লেখাপড়ার জন্য এই এলাকার ছেলেমেয়েদের যেতে হয় মহানগরীর দূরবর্তী বিভিন্ন স্কুলে। কিন্তু মহানগরীর স্কুলগুলোর শিক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় এবং এই গ্রামগুলোতে কোন হাইস্কুল না থাকায় নিম্ন আয়ের গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেককেই বাধ্য হয়ে তাদের সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয়। এখানকার একমাত্র প্রাইমারী স্কুলটি টেকেরপাড়ায় অবস্থিত। স্কুলটির অবস্থা খুবই করুণ। স্কুলের ছাদের পলস্তারা উঠে গেছে। এর বিভিন্ন দেয়ালে ফাটল ধরেছে। বর্ষা মৌসুমে স্কুলের ছাদ দিয়ে পানি ঝরে। যে কোন সময় স্কুলটি ধসে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পাঁচ বছর পূর্বে এক ঘূর্ণিঝড়ে স্কুল বারান্দার চাল উড়ে যায়। আজও তা মেরামত করা হয়নি। বর্তমানে ঐ বারান্দার অবস্থা নড়বড়ে। স্কুলে কোন ফ্যান নেই তাই গরমের সময় ছাত্রছাত্রীদের খুবই কষ্ট করতে হয়। তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের পানি পানের জন্য স্কুল কম্পাউন্ডে কোন টিউবওয়েল নেই। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নূরুল হক মোল্লার সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, এই গ্রামেরই এক শিক্ষানুরাগী মোঃ কলিমুদ্দিন ১৯৩৪ সালে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ৩৪ শতাংশ জমি দান করেন। তখন এলাকাবাসীর সহায়তায় এই জমিতে ছাপড়া ঘর তৈরি করে স্কুল চালানোর কাজ শুরু হয়। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে ১৯৭৩ সালে স্কুলটিকে সরকারীকরণ করা হয়। এতে ১৯৭৭ সালে সরকার স্কুলটিকে টিনশেড বিল্ডিংয়ে রূপান্তরিত করার জন্য ৪৫ হাজার টাকা অনুদান দেয়। কিন্তু এলাকাবাসী সরকারী অনুদানের সঙ্গে নিজেদের অনুদানকে একত্র করে মোট ৮৫ হাজার টাকায় ফাউন্ডেশন ছাড়া একতলা দালান নির্মাণ করেন। বর্তমানে এই একতলা দালানের অবস্থাও করুণ। তাই সরকার এখানে পুনরায় বহুতল স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য ২৫ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে। কিন্তু এই অনুদান ভেস্তে যাবার উপক্রম হয়েছে। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার ৬৭ বছর অতিক্রম করেছে, কিন্তু আজও স্কুল কমিটির হাতে ৩৪ শতাংশ জমির কোন দলিলপত্র দেয়া হয়নি। বছর দুই আগে মাত্র ২০ শতাংশ জমির একটি পর্চা দেয়া হয়েছে। এদিকে স্কুলটিকে দালান করার জন্য গত বছর সয়েল টেস্ট করা হয়েছে। কিন্তু জমির দলিল না থাকায় মূল নির্মাণ কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।

৬৭ বছরেও স্কুলের জন্য বরাদ্দ জমির দলিল হস্তান্তরিত হয়নি

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানিয়েছে, এই স্কুলের জমিটি ডেমরা ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যানদের পৈতৃক সম্পত্তি। স্কুল কমিটির সভাপতি চেয়ারম্যানের চাচাত ভাই এবং জমিদাতার পুত্র। তারা কেন স্কুলের জমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নিচ্ছে তা রহস্যজনক। এদিকে গ্রামবাসী এই সমস্যার দ্রুত সমাধান চায়, যাতে সরকারী অনুদান আবার বাতিল হয়ে না যায়। তা ছাড়া এখানে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।